গ্রীষ্মকালীন তরমুজ চাষে প্রতি বিঘায় (৩৩ শতাংশে) আয়-ব্যয় হিসাব

ক্র. নং	ব্যয়		আয়	
১	জমি লীজ	৫০০০/-	মোট তরমুজ বিক্রি ৫৬০০ কেজি (৪০ টাকা/ কেজি ধরে)	২,২৪,০০০/-
২	শ্রমিক খরচ	৭,০০০/-		
৩	চাষ খরচ	১,০০০/-		
৪	বীজ খরচ	৩,৫০০/-		
৫	মালচিং পেপার	৭,০০০/-		
৬	সার	৩,০০০/-		
৭	বাঁশ	৪,০০০/-		
৮	বালাইনাশক	২,০০০/-		
৯	আন্তঃপরিচর্যা	৪,০০০/-		
১০	নেট ব্যাগ ও নাইলন	৩,৫০০/-		
	মোট ব্যয়	৪০,০০০/-		২,২৪,০০০/-
	নীট লাভ			১,৮৪,০০০/-

বি. দ্র. প্রথমবার এক বিঘা (৩৩ শতাংশ) জমিতে খরচ হয় ৪০-৪৫ হাজার টাকা। পরেরবার বাঁশের মাচা ও মালচিং পেপার নতুন করে দেয়া লাগে না বিধায় খরচ কমে আসে।

রচনা, সম্পাদনা ও সংকলনে ঃ এ. এম. ফরহাদুজ্জামান, উপ-ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম), পিকেএসএফ
মোঃ আব্দুল হাকিম, উপ-ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম), পিকেএসএফ
সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঃ মোঃ সাইফুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

অর্থায়ন ও কারিগরি সহযোগিতায়

কৃষি ইউনিট
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

গ্রীষ্মকালীন তরমুজ চাষ ব্যবস্থাপনা

প্রকাশনায় ও প্রচারে

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
সূবর্ণচর, নোয়াখালী

তরমুজ একটি সুস্বাদু অর্থকরী ফসল। গরমের সময় এটি অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক ও তৃষ্ণা নিবারক। তরমুজ বর্তমানে আর মৌসুমী ফল নয়। বাজারে সারা বছরই এর সরবরাহ বিদ্যমান। তবে অমৌসুমী তরমুজের সরবরাহ বাজারে কম থাকায় এটি উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয় এবং কৃষকগণ বর্ধিত মুনাফা অর্জন করতে পারে। সাধারণত মৌসুমী দেশী তরমুজ শীতকালে বপন করা হয় এবং এ তরমুজ ফুরিয়ে গেলেই হাইব্রিড জাতের অমৌসুমী তরমুজ বাজারে আসে। সাধারণ তরমুজের চেয়ে এই তরমুজে মিষ্টি ও স্বাদ বেশি। প্রতিটি তরমুজের ওজন ২-৩.৫ কেজি পর্যন্ত হয়। বীজ বপনের ৪০ দিনের মাথায় ফুল থেকে ফল আসে এবং ফল ধরার ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে খাওয়ার উপযোগী হয়। বিদেশী জাতের এ অমৌসুমী তরমুজ বছরে শীতকাল বাদে ২-৩ বার আবাদ করা যায়।

গ্রীষ্মকালীন তরমুজ/বেবি তরমুজ উৎপাদন কৌশল

জলবায়ু ও মাটির বৈশিষ্ট্যঃ উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া বেবি তরমুজ চাষের জন্য উপযুক্ত। সুনিষ্কাশিত দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটিতে এ তরমুজ ভালো হয়। মাটির পিএইচ ৭+ অর্থাৎ ঈষৎ ক্ষারীয় মাটি এ তরমুজ উৎপাদনে সহায়ক।

তরমুজের জাত ঃ তাইওয়ানের জেসমিন-১, জেসমিন-২, জেসমিন-৩, প্রিন্স, ব্ল্যাক বেবি ইত্যাদি জাতের তরমুজ বীজ থেকে বর্তমানে বাংলাদেশে অমৌসুমী তরমুজ চাষ হচ্ছে।

আবাদের সময়কালঃ ১লা চৈত্র থেকে ৩০ জৈষ্ঠ্য। বৈশাখ মাসের শুরুতে চাষ করলে বছরে একই জমিতে ৩ বার তরমুজ চাষ করা যায়। শীতকাল বাদে সারাবছরই এ তরমুজ আবাদ করা যায়।

বীজ হারঃ প্রতি বিঘায় (৩৩ শতাংশ) তরমুজ চাষের জন্য ৭০-৮০ গ্রাম বীজ থেকে চারা উৎপাদন করতে হবে। সাধারণত এক বিঘা জমিতে ১২০০-১৩০০টি চারা প্রয়োজন হয়।

বীজ শুকানো ও জাগ দেয়াঃ প্যাকেট থেকে বীজ বের করে ৩০-৪০ মিনিট রৌদ্রে হাল্কা শুকিয়ে ঠান্ডা করে ৩/৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর বীজ পানি থেকে তুলে নিয়ে সুতীকাপড় বা চটের বস্তায় ২৪ ঘন্টা পেঁচিয়ে রেখে জাগ দিতে হবে। এতে করে বীজের অঙ্কুরোদগম (মূখ ফেঁটে যাবে) হবে।

চারা তৈরিঃ ৫"x ৪" আকারের পলিথিনের প্যাকেটে বেলে দোআঁশ মাটি ঝুরঝুরে মাটি ও জৈব সারের মিশ্রণ ভরতে হবে। তারপর পলিব্যাগের মাটি ও জৈব সারের মিশ্রণে বীজের ফাঁটা অংশ উপরের দিকে রেখে অর্ধেক মাটিতে আর বাকি অর্ধেক মাটির বাইরে রাখা অবস্থায় বসিয়ে দিয়ে হাল্কা পানি স্প্রে করে দিতে হবে। বৃষ্টি বা ঘন কুয়াশার হাত থেকে চারা রক্ষার জন্য বীজতলার উপরে পলিথিন ছাউনির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

প্রধান জমি তৈরিঃ ৫/৬টি আড়াআড়ি চাষ দিয়ে মাটি ভালভাবে ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। শেষ চাষের সময় বিঘা প্রতি ২০০০ কেজি গোবর সার ভালভাবে জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে।

বেড তৈরী

১.৫ হাত (১৮ ইঞ্চি) চওড়া বেড করতে হবে, দৈর্ঘ্য: জমির পরিমাণ অনুযায়ী, উচ্চতাঃ ৬ ইঞ্চি এবং ২ বেডের মাঝখানে ১ হাত চওড়া ড্রেন করতে হবে। মাঁচা তৈরীর জন্য ৬/৭ হাত চওড়া ফাঁকা জায়গা রাখতে হবে।

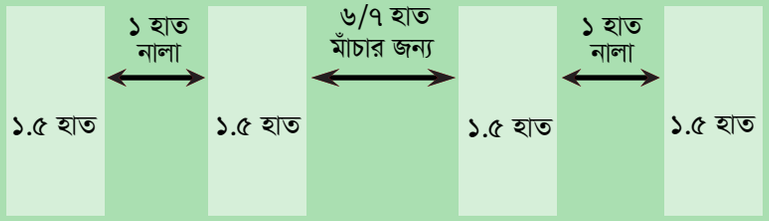

সার ও বালাই ব্যবস্থাপনা

ক্র. নং	সার/বালাইনাশকের নাম	পরিমাণ/বিঘা (৩৩ শতাংশ)
১	ডিএপি	৪০ কেজি
২	এমওপি	২৫ কেজি
৩	জিংক/দস্তা	১ কেজি
৪	ম্যাগনেসিয়াম	৩ কেজি
৫	বোরন	১ কেজি
৬	জিপসাম	১০-১৫ কেজি
	বালাইনাশকের নাম	
১	কার্বোফুরান	২ কেজি
২	ম্যানকোজেব	২০০ গ্রাম

শুধুমাত্র জিংক/দস্তা সার বাদে উপর্যুক্ত সবগুলো সার ও বালাইনাশক একসাথে মিশিয়ে চারা রোপনের বেডে দিতে হবে। পরিশেষে জিংক/দস্তা সার বেডের উপরে ছিটিয়ে দিতে হবে। DAP এর পরিবর্তে TSP দিলে বিঘাপ্রতি ৫ কেজি ইউরিয়া সার দিতে হবে।

সেচ প্রদান ও মালচিং পেপার স্থাপন
বেডে সার দেয়ার পর হালকা সেচ দিয়ে বেড মালচিং পেপার দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ৭-৮ দিন পর চারা রোপনের জন্য মালচিং পেপারে ১ হাত দূরে দূরে ছিদ্র করে নিতে হবে।

চারা রোপণ
চারার বয়স ৭-১০ দিন অর্থাৎ চারাতে ৩/৪টি পাতা হলে মূল জমিতে পাইপ দিয়ে মালচিং পেপার ছিদ্র করে চারা রোপন করতে হবে। একটি চারা থেকে অন্য চারার দূরত্ব হবে ১ হাত। প্রতিটি মালচিং পেপার দিয়ে ঢেকে দেয়া বেডে ২টি করে লাইনে চারা রোপন করতে হবে।

আন্ত:পরিচর্যা
চারা লাগানোর ৪/৫ দিন পর কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক ১লি: পানিতে ১ গ্রাম এবং ক্লোরোপাইরিফস গ্রুপের কীটনাশক স্প্রে করতে হবে। জাব পোকার জন্য ইমিডাক্লোরপ্রিড গ্রুপের ঔষধ স্প্রে করতে হবে। ফুল আসার পূর্বে ম্যানকোজেব+ ক্লোরোপাইরিফস+ হরমোন প্রয়োগ করতে হবে। ভালভাবে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে।

মাঁচা তৈরী
বাঁশ দিয়ে ২ বেডের মাঝে মাঁচা তৈরী করতে হবে। ১টি মাঁচার মধ্যে ১.৫ হাত প্রশস্ত দুটি বেড এবং বেড দুটির মাঝে ১ হাত চওড়া ড্রেন থাকবে। অর্থাৎ প্রতিটি মাচা ৪ হাত প্রশস্ত হবে।

শাখা ছাটাই
প্রতি গাছে ২টি সুস্থ সবল শাখা রেখে বাকীগুলো কেটে ফেলতে হবে।

উপরি সার প্রয়োগ
চারার বয়স ১০ দিন হওয়ার পর ১৫০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ১৫০ গ্রাম টিএসপি পানিতে গুলিয়ে চারার গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে ৫/৭ দিন পরপর ৫০ দিন বয়স পর্যন্ত।

ফল পাতলাকরণ
প্রতিটি শাখায় ১টি সুস্থ সবল ফল রেখে বাকীগুলো ছিঁড়ে ফেলতে হবে। প্রতি শাখায় ১টির বেশি ফল রাখলে ফলের আকার ছোট হয় এবং ছোট ফলের বাজারমূল্যও কম আসে।

নেটের ব্যাগ
ফলের ওজন ৪০০-৫০০ গ্রাম হলে প্রতিটি ফল নেটের ব্যাগে ভরে মাঁচার সাথে বেঁধে দিতে হবে।

ফসল সংগ্রহ
চারা লাগানোর ৬০-৬৫ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করা যায়।

ফলন
সাধারণত বিঘাপ্রতি ৫-৬ টন ফলন পাওয়া যায়। প্রতি বিঘায় আনুমানিক ১২০০টি গাছ হয় এবং প্রতি গাছ থেকে ২টি করে ফল হিসেবে ১ বিঘা জমিতে প্রায় ২৪০০টি ফল পাওয়া যায়। প্রতিটি ফলের ওজন ২-৩.৫ কেজি পর্যন্ত হয়।